পাল্টা কামড়

—— উইল্কি কলিন্স

পাল্টা কামড়

□ The Biter Bit □

উইল্কি কলিন্স

[লণ্ডন পুলিশের চিঠিপত্র থেকে উদ্ধৃত]

গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান পরিদর্শক থিকস্টোন লিখছে একই বিভাগের সার্জেন্ট বুলমারকে

লণ্ডন, ৪ঠা জুলাই, ১৮—

সার্জেন্ট বুলমার,

এই পত্রে আপনাকে জানাচ্ছি, একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তদন্তের কাজে আপনার সহায়তা দরকার হয়ে পড়েছে, কারণ এই ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগের একজন অভিজ্ঞ কর্মীর সর্বাত্মক মনোযোগ প্রয়োজন। যে ডাকাতির ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কাজ করছেন দয়া করে এই পত্রবাহক যুবকটিকে সেই কাজটা বুঝিয়ে দেবেন। কেসটা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে তার সব খুটিনাটি ব্যাপার তাকে খুলে বলবেন; যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ টাকাটা চুরি করেছে তাদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে আপনি যতদূর অগ্রসর হয়েছেন (যদি হয়ে থাকেন) সেটাও তাকে জানাবেন; যে সব তথ্য এখন আপনার হাতে আছে তার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করার ভার তার হাতেই ছেড়ে দেবেন। এই কেসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সে পাবে এবং যদি সে এ ব্যাপারের একটা কিনারা করতে পারে তাহলে তার সাফল্যের সম্পূর্ণ গৌরবও তারই প্রাপ্য হবে।

যে নির্দেশ আপনাকে জানাবার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে তার কথা এখানেই শেষ।

এবার যে নতুন লোকটি আপনার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে তার সম্পর্কে কিছু বলছি। তার নাম ম্যাথু শার্পিন; যদি ধরে নেই যে এই দায়িত্ব নেবার মত যথেষ্ট শক্তি তার আছে, তাহলে এক লাফে আমাদের আপিসে উঠে আসার একটা সুযোগ তাকে দিতে হবে। আপনি স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন, এই সুবিধাটা সে পেল কেমন করে। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে কোন কোন উঁচু মহলে তাকে সমর্থন করার মত এমন কিছু অসাধারণ শক্তিশালী স্বার্থ কাজ করছে যার কথা একমাত্র নিজেদের মধ্যে ছাড়া আপনার বা আমার দুজনের পক্ষেই উল্লেখ না করাই শ্রেয়। সে একজন উকিলের কেরাণি ছিল; নিজের সম্পর্কে তার ধারণা আশ্চর্য রকমের দাম্ভিকতাপূর্ণ; প্রথম দৃষ্টিতে সেটাকে নীচ ও অসাধু বলেই মনে হবে। তার নিজের বিবরণ অনুসারে, নিজের পুরনো কাজ ছেড়ে সে আমাদের কাজে যোগদান করাটাকে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে। এটা আমি বিশ্বাস করি নি, মনে হয় আপনিও বিশ্বাস করবেন না। আমার ধারণা, তার মণিবের কোন মক্কেলের ব্যাপারে এমন কিছু গোপন তথ্যের খোঁজ সে পেয়েছে যার ফলে তাকে ভবিষ্যতে আপিসে রাখাটা অসুবিধাজনক হয়ে

পড়েছে, আবার তারই ফলে সে মনিবকে এতদূর কব্জার মধ্যে পেয়েছে যে তাকে আপিস থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কোণঠাসা করলে সে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আমি মনে করি, আমাদের মাঝখানে তাকে এই অশ্রুতপূর্ব সুযোগ দেওয়াটা—সোজা কথায়—তার মুখ বন্ধ করার জন্য ঘুষ দেওয়ারই সমতুল। সে যাই হোক, আপনার হাতে এখন যে কাজটা আছে সেটা মিঃ ম্যাথু শার্পিনই পাচ্ছে, আর সে যদি এ কাজে সফল হয় তাহলে সে যে আমাদের আপিসে নাক গলাতে আসছেই সেটা নিয়তির মতই নিশ্চিত। সার্জেন্ট, আপনাকে এত কথা লিখছি যাতে এই নতুন লোকটির হাতে আপনি এমন কোন সুযোগ তুলে না দেন যার ভিত্তিতে সে হেডকোয়ার্টারে আপনার নামে নালিশ জানাতে পারে এবং আপনি নিজের ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে পড়েন। একান্ত আপনার—

ফ্রান্সিস্ থিক্স্টোন।

ম্যাথু শার্পিন লিখছে প্রধান পরিদর্শক থিক্স্টোনকে

লণ্ডন, ৫ই জুলাই, ১৮—

প্রিয় মহাশয়,

সার্জেন্ট বুলমারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি পেয়েছি বলেই হেড কোয়ার্টারের বিবেচনার জন্য আমার ভবিষ্যৎ কর্মধারার যে প্রতিবেদন আমি তৈরী করছি সে সম্পর্কে যে সমস্ত নির্দেশ আমি পেয়েছি সেগুলি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

আমার লেখার এবং আমি যা লিখেছি সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবার আগে আপনাকে জানাবার উদ্দেশ্য হল, একজন অনভিজ্ঞ লোক হিসাবে আমার কর্মধারার যে কোন স্তরে আপনার পরামর্শ যদি আমাকে চাইতে হয় (অবশ্য আমি মনে করি যে চাইতে হবে না) তাহলে সে পরামর্শ আপনি আমাকে দেবেন। যে কেসটা নিয়ে আমি এখন ব্যস্ত আছি তার পরিস্থিতি এতই অসাধারণ যে চোরকে খুঁজে পাবার কাজে কিছুটা অগ্রসর হবার আগে যে জায়গায় ডাকাতিটা হয়েছে সেখানে অনুপস্থিত থাকাটা আমার পক্ষে অসম্ভব; সেই জন্যই আমি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারছি না। সুতরাং সেই সব বিস্তারিত বিবরণ চিঠি লিখেই জানাতে হচ্ছে, যদিও কথাগুলি মুখে বলতে পারলেই হয়তো ভাল হত। আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি তাহলে আমরা দুজন বর্তমানে এইরকম একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি। এ সম্পর্কে আমার ধারণাগুলি আপনাকে লিখে জানালাম যাতে শুরুতেই আমরা পরস্পরকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি—এবং আপনার বিশ্বস্ত সেবক হবার সম্মান পেতে পারি।

ম্যাথু শার্পিন।

প্রধান পরিদর্শক থিকস্টোন লিখছে মিঃ ম্যাথু শার্পিনকে।

লণ্ডন, ৫ই জুলাই, ১৮—

মহাশয়,

সময়, কালি ও কাগজের অপচয় দিয়েই আপনি শুরু করেছেন। আমার চিঠি দিয়ে যখন আপনাকে সার্জেণ্ট বুলমারের কাছে পাঠিয়েছিলাম তখনই আমরা পরস্পরের অবস্থিতিটা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলাম। লিখিতভাবে সে কথার পুনরাবৃত্তি করার তিলমাত্র প্রয়োজন ছিল না। আপনি যে কাজটা হাতে নিয়েছেন ভবিষ্যতে কেবল সেই ব্যাপারে কলম ধরলেই ভাল হয়।

বর্তমানে আমাকে লিখে জানাবার মত তিনটি বিষয় আপনার হাতে আছে। প্রথম, সার্জেণ্ট বুলমারের কাছ থেকে আপনি যে সব নির্দেশ পেয়েছেন তার একটি বিবরণ আপনাকে পাঠাতে হবে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে কিছুই আপনার স্মৃতি থেকে বাদ পড়ে নি। আর যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়েছে তার সব কিছু খুটিনাটি সম্পর্কে আপনি সম্যক অবহিত আছেন। দ্বিতীয়, আপনি কি করতে চান সেটা আমাকে জানাবেন। তৃতীয়, দিনের পর দিন, দরকার হলে ঘণ্টা ধরে ধরে আপনার অগ্রগতির (যদি কিছু ঘটে) প্রতিটি ইঙ্গিত কথা আমাকে জানাবেন। এটা আপনার কর্তব্য। আর আমার কর্তব্য কি হবে, আমি যখন চাইব যে আপনি সেটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিন, তখন আমি নিজেই সে কথা আপনাকে লিখে জানাব। ইতি আপনার একান্ত—

ফ্রান্সিস থিকস্টোন।

মিঃ ম্যাথু শার্পিন লিখছেন প্রধান পরিদর্শক থিকস্টোনকে।

লণ্ডন, ৬ই জুলাই, ১৮—

মহাশয়,

আপনি অবশ্যই একজন বয়স্ক মানুষ, আর সেই হেতু আমার মত মানুষ যারা জীবনের ও কর্ম-দক্ষতার মধ্যাহ্ন গগনে অবস্থিত তাদের প্রতি স্বভাবতই ঈষৎ ঈর্ষাপরায়ণ। এই পরিস্থিতিতে আপনার প্রতি বিবেচনাশীল হওয়া এবং আপনার ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কঠোর মনোভাব না নেওয়াই আমার কর্তব্য। সুতরাং আপনার চিঠির সুরে আমি মোটেই ক্ষুব্ধ হই নি ; আমার চরিত্রের স্বাভাবিক উদারতার পূর্ণ সুযোগ আমি আপনাকে দিচ্ছি ; আপনার রূঢ় চিঠির অস্তিত্বকে আমার স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছি—এক কথায়, প্রধান পরিদর্শক থিকস্টোন, আমি আপনাকে ক্ষমা করেছি, এবং কাজের কথায় যাচ্ছি।

আমার প্রথম কর্তব্য— সার্জেণ্ট বুলমারের কাছ থেকে যে সব নির্দেশ পেয়েছি তার একটা পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা। সেগুলি আপনার কাছে পেশ করছি, অবশ্যই আমি যেরকম বুঝেছি।

১৩ নম্বর রাদারফোর্ড স্ট্রীট, সোহো-তে একটা স্টেশনারি দোকান আছে। সেটা চালান মিঃ ইয়াটম্যান। বিবাহিত মানুষ, কিন্তু তার কোন পরিজন নেই। মিঃ ও মিসেস ইয়াটম্যান ছাড়া বাড়ির

অন্য বাসিন্দারা হল জে নামক একটি একক যুবক, তিন তলার সামনের ঘরটাতে থাকে—একজন দোকানদার, চিলে কোঠায় ঘুমায়,—আর সব-কাজের-কাজী চাকরটির বিছানা পিছনের রান্নাঘরে। একটি ঠিকে ঝি সপ্তাহে একদিন সকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য আসে চাকরটিকে সাহায্য করতে। সাধারণ অবস্থায় একমাত্র এই কয়জনই বাড়িটার ভিতরে ঢুকতে পারে, আর কার্যত বাড়িটা তাদের হেপাজতেই থাকে।

মিঃ ইয়াটম্যান অনেক বছর ধরে ব্যবসা করছে। ব্যবসাতে যতটা উন্নতি হয়েছে তাতে তার মত একটি লোকের জীবন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তারই দুর্ভাগ্যক্রমে ফাটকা বাজারে সম্পত্তি বাড়াবার পথে সে পা বাড়াল। অত্যধিক সাহসে টাকা লগ্নি করল, ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ হল, আর দুই বছরের মধ্যে সে আবার গরিব হয়ে গেল। সম্পত্তির ধ্বংস-স্তূপের ভিতর থেকে সে বাঁচাতে পারল মাত্র দু'শ' পাউণ্ড।

পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে মিঃ ইয়াটম্যান সাধ্যমত চেষ্টা করল, সে ও তার স্ত্রী যে সব বিলাসিতা ও আরাম-আয়েসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল তার অনেক কিছুই ছেড়ে দিল, তবু নিজেদের জীবনযাত্রার ব্যয় এত বেশী কমাতে পারল না যাতে দোকানের আয় থেকে কিছু টাকা বাঁচানো যায়। ইদানীং তার ব্যবসাতে বেশ মন্দাই চলছিল—মনোহারি দ্রব্যের প্রস্তুতকারকদের সস্তা বিজ্ঞাপনের চটক জনসাধারণের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছিল। ফলে গত সপ্তাহ পর্যন্তও মিঃ ইয়াটম্যানের বাড়তি সম্পদ বলতে ছিল কেবল ওই দু'শ' পাউণ্ড। একটা উঁচুদরের জয়েণ্ট-স্টক ব্যাংকে সে টাকাটা আমানত হিসাবে রেখে দিয়েছিল।

আট দিন আগে মিঃ ইয়াটম্যান ও তার ভাড়াটে মিঃ জে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার সাম্প্রতিক অবনতির বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিল। মিঃ জে (লোকটি সংবাদপত্রের জন্য দুর্ঘটনা, অপরাধমূলক ঘটনা, এবং সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংক্ষিপ্তসার লিখেই জীবিকা-নির্বাহ করে,—এক কথায়, সে ছিল একজন অল্প পারিশ্রমিকের সংবাদদাতা) কথা-প্রসঙ্গে বাড়িওয়ালাকে বলেছিল, সেইদিনই সে শহর থেকে জয়েণ্ট-স্টক ব্যাংকগুলি সম্পর্কে খারাপ গুজব শুনে এসেছে। সে সব গুজব মিঃ ইয়াটম্যানও বিভিন্ন সূত্র থেকে আগেই শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু তার ভাড়াটেও সেই সব গুজব সমর্থন করায় তার মনের উপর এত বেশী চাপ পড়ল যে সে স্থির করল, তখনই শহরে গিয়ে আমানতের সব টাকাই তুলে আনবে। তখন পড়ন্ত বিকেল; একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছে ব্যাংক বন্ধ হবার আগেই সে টাকাটা তুলে নিল।

আমানতের টাকাটা সে ব্যাংক নোটের নিম্নলিখিত ফিরিস্তি অনুযায়ী পেল—একটা পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট, তিনটে বিশ পাউণ্ডের নোট, দুটো দশ পাউণ্ডের নোট ও দুটো পাঁচ পাউণ্ডের নোট। টাকাটা এই ভাবে ভেঙে ভেঙে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, জেলার যে সমস্ত খুচরো দোকানদার সে সময় খুবই আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়েছিল তাদের মধ্যেই ভাল জামিনে ছোট ছোট কর্জ হিসাবে সঙ্গে সঙ্গেই টাকাটা বিলিয়ে দিতে পারবে। মিঃ ইয়াটম্যানের মনে হয়েছিল, তখনকার পরিস্থিতিতে এটাই

ছিল তার পক্ষে সব চাইতে নিরাপদ ও সর্বাধিক লাভের আমানত।

টাকাটাকে একটা খাপে ভরে বুক-পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে সে বাড়ি ফিরল; বাড়িতে পৌঁছেই তার দোকানীকে চ্যাপ্টা ছোট ক্যাস-বাক্সটা খুঁজে আনতে বলল; বাক্সটা অনেক দিন ব্যবহার করাই হয় না, তবু মিঃ ইয়াটম্যানের মনে হল ব্যাংক-নোটগুলি রাখার পক্ষে সেটা সঠিক মাপমতই হবে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ক্যাস-বাক্সটা পাওয়া গেল না। মিঃ ইয়াটম্যান তার স্ত্রীকে ডেকে জানতে চাইল বাক্সটা কোথায় আছে সে জানে কি না। সব-কাজের-কাজী চাকরটা তখন চায়ের ট্রে নিয়ে উপরে আসছিল, আর মিঃ জে-ও থিয়েটারে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। মিঃ ইয়াটম্যানের প্রশ্নটা তাদের দুজনেরই কানে গেল। শেষ পর্যন্ত দোকানী ক্যাস-বাক্সটা খুঁজে পেল। মিঃ ইয়াটম্যান সবগুলি নোট তার মধ্যে ভরল, তাতে তালা লাগাল, তারপর বাক্সটাকে কোটের পকেটে রেখে দিল। সেটা কোটের পকেট থেকে একটুখানি বেরিয়ে রইল, তবে যেটুকু বেরিয়ে থাকল দেখার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। মিঃ ইয়াটম্যান সারা সন্ধ্যা দোতলায় বাড়িতেই কাটাল। কোন অতিথি-অভ্যাগত এল না। এগারোটা বাজতে সে শুতে গেল, আর পোশাকপত্রের সঙ্গে বাক্সটাকেও রেখে দিল বিছানার পাশে একটা চেয়ারের উপর।

পরদিন সকালে যখন তার ও তার স্ত্রীর ঘুম ভাঙল তখন বাক্সটা সেখান থেকে উধাও। সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডের ব্যাংক থেকে সেই নোটগুলির দরুণ টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল; আর সেই থেকে সে টাকাটার কোন হদিসই পাওয়া যায় নি।

এ পর্যন্ত এই কেসের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি খুবই পরিষ্কার। সবকিছু থেকেই নির্ভুল একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে বাড়ির অধিবাসীদের মধ্যেই কেউ ডাকাতিটা করেছে। সুতরাং সন্দেহটা পড়ছে সব-কাজের-কাজী চাকরানি, ঝি, দোকানী, এবং মিঃ জের উপর। প্রথম দুজন জানতে পেরেছিল যে তাদের মনিব ক্যাস-বাক্সটার খোঁজ করছিল, কিন্তু বাক্সের মধ্যে সে কি রাখতে চেয়েছিল সেটা তারা জানত না। অবশ্য তারা ধরে নিতে পারত যে সেটা টাকাই হবে। দুজনের কাছেই সুযোগ এসেছিল (চাকরানিটির বেলায় যখন সে চায়ের সরঞ্জামগুলি তুলে নিয়ে যায়—আর দোকানীর বেলায় যখন সে দোকান বন্ধ করে মনিবকে চাবিটা দিতে এসেছিল) মিঃ ইয়াটম্যানের পকেটে ক্যাস-বাক্সটা দেখার এবং স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করার যে রাত হলে ওটা নিয়েই সে শোবার ঘরে যাবে।

অপর দিকে, বিকেলে জয়েন্ট-স্টক ব্যাংক সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ জে জানতে চেয়েছিল অনুরূপ একটা ব্যাংকে তার বাড়িওয়ালার দু'শ' পাউন্ড আমানত করা আছে। সে আরও জানত মিঃ ইয়াটম্যান সেই টাকাটা তুলে আনতেই বেরিয়ে গিয়েছিল; পরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় সে ক্যাস-বাক্সের খোঁজের কথাটাও শুনতে পেয়েছিল। সুতরাং সে নিশ্চয়ই অনুমান করেছিল যে টাকাটা বাড়িতেই আছে আর সেটা ক্যাস-বাক্সটাতেই রাখা হয়েছে। অবশ্য মিঃ ইয়াটম্যান সে রাতের মত বাক্সটা কোথায় রাখবে সে সম্পর্কে কোনরকম ধারণা করা তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ বাক্সটা খুঁজে

পাবার আগেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং সে শুয়ে পড়ার আগে মিঃ জে বাড়িতে ফেরে নি। অতএব সে যদি ডাকাতিটা করে থাকে তাহলে তাকে শোবার ঘরে ঢুকতে হয় নিছকই অনুমানের উপর নির্ভর করে।

শোবার ঘরের কথায় আমার মনে পড়ে যায়—বাড়ির অবস্থানটা এবং রাতের যে কোন সময়ে সহজে সেই ঘরে ঢোকার কি পথ আছে সেটাও জানা দরকার।

আলোচ্য ঘরটা দোতলার পিছন দিকের একটা ঘর। আগুন সম্পর্কে মিসেস ইয়াটম্যানের প্রকৃতিগত স্নায়বিক দুর্বলতা থাকায় (তার মনে একটা ভয় বাসা বেঁধে আছে যে তালার ভিতরে চাবিটা আটকে গিয়ে দুর্ঘটনার ফলে সে নিজের ঘরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাবে) তার স্বামী কখনও শোবার ঘরের দরজায় তালা দেয় না। সে নিজে ও তার স্ত্রী দুজনেই স্বীকার করে যে তারা ঘুমকাতুরে। কাজেই অসৎ লোকরা যদি তাদের শোবার ঘরটা লুঠ করতে চায় তাহলে তাদের খুব বেশী অসুবিধা হবার কথা নয়। কেবলমাত্র দরজার হাতলটা ঘুরিয়েই তারা ঘরে ঢুকতে পারে; একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করলে ভিতরের ঘুমন্ত লোকদের জেগে ওঠার কোন ভয়ই নেই। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা আমাদের এই প্রত্যয়ই আরও জোরদার হয় যে বাড়ির কোন বাসিন্দাই টাকাটা নিয়েছে, কারণ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ডাকাতিটা এমন সব লোক করেছে যারা একটি অভিজ্ঞ চোরের উপযুক্ত সতর্কতা ও ধূর্ত বুদ্ধির অধিকারী নয়।

দোষী দলটাকে খুঁজে বের করার জন্য এবং সম্ভব হলে হারানো ব্যাংক-নোটগুলি উদ্ধারের জন্য যখন সার্জেন্ট বুলমারকে প্রথম ডেকে আনা হয়েছিল তখন তাকে এইসব কথাই বলা হয়েছিল। তিনি কিন্তু সাধ্যমত কঠোর তদন্ত চালিয়েও যে-সব লোকের উপর স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহটা পড়ে তাদের কারও বিরুদ্ধে ক্ষীণতম প্রমাণটুকুও তুলে ধরতে পারেন নি। ডাকাতির খবরটা শোনাবার পরে তাদের ভাষা ও আচরণ ছিল নির্দোষ মানুষের ভাষা ও আচরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সার্জেন্ট বুলমার শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই কেসটি ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদ ও গোপন অনুসন্ধান সাপেক্ষ। শুরুতেই তিনি মিঃ ও মিসেস ইয়াটম্যানকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বাড়ির অধিবাসীরা সকলেই সম্পূর্ণ নির্দোষ; তারপরেই তিনি তার কাজে নেমে পড়লেন এবং সব-কাজের-কাজী পরিচারিকাটির আসা-যাওয়া, তার বন্ধুবান্ধবী, তার অভ্যাস, তার গোপন কথা প্রভৃতির খোঁজ-খবর করতে লাগলেন।

তিন দিন তিন রাত নিজের অন্যান্য সাহায্য

এই সব ক্রিয়া-কলাপের ফলে সন্দেহের বৃত্তটা ক্রমে এসে দাঁড়াল ভাড়াটে মিঃ জে-র উপর।

আপনার দেওয়া পরিচয়-পত্রটি যখন সার্জেন্ট বুলমারের হাতে দিই তখনই তিনি এই যুবকটির ব্যাপারে কিছু কিছু খোঁজ-খবর করেছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক ফল তিনি হাতে পান নি। মিঃ জে অসংযত চরিত্রের মানুষ ; শুঁড়িখানায় যাতায়াত করে ; অনেক অসৎ চরিত্রের লোকের সঙ্গে তার পরিচয় আছে ; অধিকাংশ দোকানদারের কাছে তার ধার আছে ; মিঃ ইয়াটম্যানকে গত মাসের বাড়ি-ভাড়া দেয় নি ; গতকাল সন্ধ্যায় মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে, আর গত সপ্তাহে তাকে একজন ভাড়াটে গুন্ডার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। এক কথায়, নিজেকে সংবাদপত্রের একজন এক-পয়সার সাংবাদিক বলে পরিচয় দিলেও সে একটি নিম্নরুচি, ইতর চাল-চলন ও বদ অভ্যাসগ্রস্ত যুবক। এখনও পর্যন্ত তার সম্পর্কে এমন কিছুই জানা যায় নি যেটা তিলমাত্রও তার স্বপক্ষে যেতে পারে।

সার্জেন্ট ও বুলমার যে সমস্ত কথা আমাকে জানিয়েছেন তার একটি পুংখানুপুংখ বিবরণ আপনাকে দিলাম। আশা করি এর মধ্যে কোন ত্রুটি আপনি খুঁজে পাবেন না ; আমি মনে করি, আমার সম্পর্কে যত প্রতিকূল ধারণাই আপনার মনে থাকুক তথাপি আপনি স্বীকার করবেন যে আমি যে প্রতিবাদটি আপনাকে পাঠালাম তার চাইতে পরিষ্কার বিবরণ কেউ কোন দিন আপনাকে পাঠায় নি। যেহেতু এই কেসটা এখন আমার হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে তাই আমি এখন কি করতে চাই সেটা আপনাকে জানানোই আমার পরবর্তী কর্তব্য।

প্রথমত, স্পষ্টতই আমার কাজ হবে সার্জেন্ট বুলমার যতটা পর্যন্ত করে গেছেন সেখান থেকেই কেসটার কাজ শুরু করা। তার কথা অনুসারেই আমি অবশ্যই ধরে নিতে পারি যে সব-কাজের-কাজী মেয়েটা এবং দোকানীটিকে নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। তাদের চরিত্র সন্দেহমুক্ত বলেই ধরে নিতে হবে। এখন বাকি রইল মিঃ জে দোষী কি নির্দোষ সে বিষয়ে গোপনে খোঁজ-খবর করা। নোটগুলি হারিয়ে গেছে বলে ধরে নেবার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে নোটের ব্যাপারে সে কিছুই জানে না।

মিঃ জে ক্যাস-বাক্সটা চুরি করেছে কি করে নি সেটা খুঁজে বের করার জন্য মিঃ ও মিসেস ইয়াটম্যানের পূর্ণ সমর্থন নিয়েই আমি এই রকম একটা কর্মসূচী গ্রহণ করেছি :—

আমি স্থির করেছি, ভাড়াটে বাসা খুঁজছে এমন একটি যুবকের পরিচয় দিয়ে আজই আমি সে বাড়িতে গিয়ে হাজির হব। তিনতলার পিছনের ঘরটাই ভাড়া দেবার জন্য আমাকে দেখানো হবে ; আর কোন সম্মানজনক দোকানে বা আপিসে একটা কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে লণ্ডনে আসা একটি লোকের পরিচয় দিয়ে আজ রাতেই আমি সেই ঘরটাতে আস্তানা গাড়ব।

এই ভাবে মিঃ জের পাশের ঘরেই আমি বাস করতে পারব। আমাদের মাঝখানের দেওয়ালটা পাতলা কাঠ ও পলস্তরা দিয়ে তৈরী। সেটার কার্নিসের কাছে একটা ছোট গর্ত করে নেব, আর তার ভিতর দিয়েই আমি দেখতে পাব মিঃ জে তার ঘরে কি করে, আর কোন বন্ধু এলে তারা কি কথা বলে তাও শুনতে পাব। সে যখনই ঘরে থাকবে তখনই আমি যথাস্থানে হাজির থাকব। সে যেখানেই

যাবে আমি তার পিছু নেব। আমার বিশ্বাস এইভাবে তার উপর নজর রাখলে তার গোপন কথা—ব্যাংক-নোটের ব্যাপারে যদি সে কিছু জানে—নিশ্চিতরূপেই আমি জানতে পারব।

আমার এই অনুসন্ধান-পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি কি মনে করবেন তা আমি বলতে পারি না। আমার তো মনে হয়েছে যে এর মধ্যে সাহস ও সরলতার একটা অমূল্য মেল-বন্ধন ঘটবে। এই প্রত্যয়ের জোরে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী হয়েই এই চিঠি শেষ করছি। আপনার অনুগত সেবক—

ম্যাথু শার্পিন।

একই লোক লিখছে একই লোকের কাছে।

৫ই জুলাই।

মহাশয়,

যেহেতু আমার শেষ চিঠির কোন জবাব দিয়ে আপনি আমাকে সম্মানিত করেন নি তাই, আমার প্রতি আপনার প্রতিকূল মনোভাব সত্ত্বেও, আমি ধরেই নিচ্ছি যে সেই চিঠি আপনার মনে অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে আর সেটাই আমি আশা করেছিলাম। আপনার বাঙ্ময় নীরবতা সমর্থনের যে সূচক আমাকে এনে দিয়েছে তাতেই পরম পরিতুষ্ট হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাজের যতটা অগ্রগতি ঘটেছে তার বিবরণ আপনাকে জানাচ্ছি।

এখন আমি মিঃ জে-র পাশের ঘরে আরামে বাস করছি; আর আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে মাঝখানের দেয়ালে একটার বদলে দুটো গর্ত করেছি। আমার প্রকৃতিগত রসিকতাবোধ থেকেই তাদের দুটো যথাযথ নাম দিয়েছি—একটার নাম উঁকি-গর্ত, অপরটার নাম নল-গর্ত। আশাকরি নামকরণের এই বাড়াবাড়িটাকে আপনি ক্ষমা করবেন। প্রথম নামটার ব্যাখ্যা নামেই প্রকাশ; দ্বিতীয় নামটা নিয়েছি গর্তের মধ্যে বসানো একটা নল বা চোঙ থেকে; সেটা এমনভাবে পাকানো যে তার মুখটা আমার কানের একেবারে কাছে আনা যায়। এইভাবে আমি যখন উঁকি-গর্ত দিয়ে মিঃ জে-কে দেখতে পাই, তখনই নল-গর্তের ভিতর দিয়ে তার প্রতিটি কথাও শুনতে পাই।

অন্য কিছু লেখার আগে পরিপূর্ণ অকপটতা—ছোটবেলা থেকেই আমি এই গুণটির অধিকারী—আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য করছে যে উঁকি-গর্তের সঙ্গে নল-গর্তটা যোগ করার কুশলী ধারণাটা মিসেস ইয়াটম্যানের মাথায়ই প্রথম এসেছিল। এই মহিলাটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও গুণবতী, আচার-আচরণে সরল অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; যে রকম উৎসাহ ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তিনি আমার ছোট ছোট পরিকল্পনাগুলিতে যোগ দিয়েছেন তার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। মিঃ ইয়াটম্যান এই ক্ষতিতে এতই ভেঙে পড়েছেন যে তার পক্ষে আমাকে কোনরকম সাহায্য করাই সম্ভব নয়। মিসেস ইয়াটম্যান স্বামীকে খুবই ভালবাসেন; টানা হারানোর চাইতেও স্বামীর এই মানসিক অবস্থাই তাকে অধিক বিব্রত করে তুলেছে; যে মানসিক অবসাদে মিঃ ইয়াটম্যান এখন ভুগছেন তার থেকে তাকে সুস্থ করে তোলার বাসনাই মিসেস ইয়াটম্যানকে আমার কাজে সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

গতকাল সন্ধ্যায় তিনি আমাকে সাশ্রুনয়নে বললেন, "মিঃ শার্পিন, টাকাটা হয়তো কঠোর ব্যয়-সংকোচ ও ব্যবসার দিকে তীক্ষ্ম মনোযোগের দ্বারা আবার সংগ্রহ করা যাবে। আমার স্বামীর এই শোচনীয় মানসিক অবস্থার জন্যই চোরকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমি এতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আপনি এ বাড়িতে আসামাত্রই আমার মনে সাফল্যের আশা জেগেছে ; আমি বিশ্বাস করি, যে হতভাগা আমাদের বাড়িতে লুঠ করেছে তাকে যদি ধরতে হয় তো সে কাজটা একমাত্র আপনিই করতে পারবেন।" তার এই সকৃতজ্ঞ স্তুতিবাদকে আমি খোলা মনেই গ্রহণ করেছি—আমারও স্থির বিশ্বাস, আশু হোক আর বিলম্বে হোক, এই স্তুতিবাদের যোগ্য আমি হবই।

এবার কাজের কথায়, অর্থাৎ আমার উঁকি-গর্ত ও নল-গর্তের কথায় ফিরে যাই।

কয়েক ঘণ্টা ধরে শান্তচিত্তে আমি মিঃ জে-র উপর নজর রাখতে পেরেছি। মিসেস ইয়াটম্যানের কাছেই শুনেছি, সাধারণত তিনি কদাচিৎ বাড়িতে থাকেন, তবে আজকের সারাটা দিনই তিনি নিজের ঘরে ছিলেন। প্রথমেই বলি, এটাই সন্দেহজনক। আমি আরও জানাতে চাই, আজ সকালে বেশ বেলা করেই তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন (একটি যুবকের পক্ষে এটা খারাপ লক্ষণ), এবং তারপরেও হাই তুলে ও নিজের মনে মাথা ধরার কথা বলে অনেকটা সময় কাটালেন। অন্য সব লম্পট চরিত্রের মানুষের মতই তিনিও প্রাতরাশে বসে প্রায় কিছুই খেলেন না। তার পরবর্তী কাজ ছিল পাইপ-টানা এমন একটা নোংরা মাটির পাইপ যাকে দুই ঠোঁটের ফাঁকে ধরতে যে কোন ভদ্রলোক লজ্জা বোধ করবেন। ধূমপান শেষ করে কলম, কালি ও কাগজ বের করে একটা কাতর শব্দ করে লিখতে বসলেন—কাতরানিটা ব্যাংক-নোট চুরির দরুণ অনুশোচনার জন্য, অথবা আশু কর্তব্যের প্রতি অনীহা, তা আমি বলতে পারব না। কয়েক লাইন লেখার পরে (উঁকি-গর্ত থেকে সে এতটা দূরে ছিল যে তার কাঁধের উপর দিয়েও আমি কিছুই পড়তে পারলাম না) চেয়ারে হেলান দিয়ে সে একটা জনপ্রিয় গানের সুর ভাঁজতে লাগল। এইসব সুর সহকর্মীদের প্রতি তার কোন গোপন সংকেত কিনা জানি না। এই ভাবে কিছুক্ষণ গুনগুন করে সে উঠে ঘরময় হাঁটতে লাগল আর মাঝে মাঝে থেমে ডেস্কের উপর রাখা কাগজে একটা করে বাক্য যোগ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই একটা তালাবন্ধ কপাটের কাছে গিয়ে সেটা খুলল। একটা আবিষ্কারের আশায় আমি সাগ্রহে সেদিকে তাকালাম। দেখলাম সে কাবার্ডের ভিতর থেকে সযত্নে কি যেন বের করে নিল—সে ঘুরে দাঁড়াল—আরে, এ তো এক বোতল ব্র্যান্ডি! কিছুটা গলায় ঢেলে এই অতিশয় আলস্যপরায়ণ পাপাচারী লোকটি আবার তার বিছানায় শুয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গভীর ঘুমে বিভোর হয়ে গেল।

অন্তত দুঘণ্টা ধরে তার নাক-ডাকানো শোনার পর তার দরজায় টোকার শব্দ শুনে আমি আবার উঁকি-গর্তে ফিরে গেলাম। লাফিয়ে উঠে সে সন্দেহজনকভাবে দরজাটা খুলে দিল।

অত্যন্ত নোংরা মুখের একটা খুব ছোট ছেলে ভিতরে ঢুকে বলল, "দেখুন স্যার, তারা আপনার

জন্য অপেক্ষা করে আছে।" বলেই সে চেয়ারে বসে পড়ল, তার পা দুটো মেঝে থেকে অনেকটা উপরে ঝুলতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গেই সেও ঘুমিয়ে পড়ল। মিঃ জে একটা দিব্যি গালল। মাথায় একটা ভিজে তোয়ালে বাঁধল, এবং কাগজের কাছে গিয়ে তার আঙুলগুলি যত তাড়াতাড়ি কলমটাকে ঘোরাতে পারে ততখানি দ্রুততালে লিখে পাতাটা ভরাতেলাগল। মাঝেমাঝে উঠে গিয়ে তোয়ালেটাকে জলে ডুবিয়ে আবার মাথায় বেঁধে ওই একই কাজ করল প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ; তারপর লেখা পাতাগুলি ভাজ করে ছেলেটাকে জাগিয়ে তুলে সেগুলি তার হাতে দিয়ে এই কথাগুলি বলল : "ওহে ঘুম-কাতুরে ছেলে, তাড়াতাড়ি ছুটে যাও ! যদি গভর্ণরকে দেখ তাহলে তাকে বলো টাকাগুলো যেন আমি চাওয়া মাত্রই পাই।" ছেলেটা মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল। খুব লোভ হল "ঘুম-কাতুরে"র পিছু নেই, কিন্তু ভেবে দেখলাম মিঃ জে-র কান্ডকারখানার উপর নজর রাখাটাই এখন অধিকতর নিরাপদ।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমিও আমার টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই মিসেস ইয়াটম্যানের সংগে দেখা ; সে উপরে উঠছে। আমাদের দুজনের মধ্যে পূর্ব ব্যবস্থা মত মিঃ জে বাইরে গেল এবং আমিও তাকে অনুসরণ করার মত আনন্দময় কর্তব্য পালনের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লে, সেই সুযোগে সে মিঃ জে-র ঘরটা সার্চ করবে। মিঃ জে হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে গেল কাছাকাছি একটা শুঁড়িখানায় এবং ডিনারের জন্য একজোড়া মটন চপের অর্ডার দিল। তার পাশের বাক্সটায় বসে আমিও ডিনারের জন্য একজোড়া মটন চপের অর্ডার দিলাম। এক মিনিট যেতে না যেতেই অত্যন্ত সন্দেহজনক চাল-চলন ও চেহারার একটি যুবক উল্টো দিকের টেবিলে বসে এক গ্লাস পোর্টার হাতে নিয়ে মিঃ জে-র সংগে জুটে গেল। খবরের কাগজটা পড়ার ভান করে আমি কর্তব্যের খাতিরে সাধ্যমত তাদের কথাগুলি শুনতে চেষ্টা করলাম।

"জ্যাক তোমার খোঁজ করছিল", যুবকটি বলল।

"সে কিছু বলে গেছে ?" মিঃ জে শুধাল।

"হ্যাঁ, সে আমাকে বলল যদি তোমার সংগে দেখা হয় তাহলে যেন বলে দিই যে তার ইচ্ছা তুমি যেন আজ রাতেই তার সংগে দেখা কর ; আর সাতটার সময় রাদারফোর্ড স্ট্রীটে সে একবার তোমার খোঁজ করবে।"

মিঃ জে বলল, "ঠিক আছে। আমি যথাসময়েই তার সংগে দেখা করতে যাব।"

তারপর সেই সন্দেহভাজন যুবকটি পোর্টারটা শেষ করে তার খুব তাড়া আছে বলে বন্ধুর (আমি যদি স্যাঙাৎ বলতাম তাহলে বোধ হয় ভুল হত না) কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাড়ে ছ'টা বেজে ঠিক পঁচিশ মিনিটের সময়—এই রকম গুরুতর কেসে সময়ের ব্যাপারে সঠিক হওয়া খুবই দরকারী—মিঃ জে তার চপদুটো শেষ করে বিল মিটিয়ে দিল। পৌনে সাতটা বেজে ছাব্বিশ সেকেন্ডের সময় আমার চপ দুটো শেষ করে আমিও বিল মিটিয়ে দিলাম। আরও দশ মিনিটের

মধ্যেই আমি রাদারফোর্ড স্ট্রীটে বাড়ির ভিতর ঢুকতে দ্বারপথেই মিসেস ইয়াটম্যান আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। সেই মোহিনী নারীর মুখে বিষণ্ণতা ও হতাশার প্রকাশ দেখে আমি খুবই দুঃখ বোধ করলাম।

বললাম, "আমার ভয় হচ্ছে মাদাম, ভাড়াটের ঘরে আপনি আপত্তিজনক কিছুই খুঁজে পান নি।"

মহিলাটি মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দীর্ঘশ্বাসটি নরম, ক্ষীণ, উত্তেজনাপূর্ণ ; আর, আমার জান কবুল, আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম। সেই মুহূর্তটুকুর জন্য আমি কাজের কথা ভুলে গেলাম, মিঃ ইয়াটম্যানের প্রতি ঈর্ষায় জ্বলতে লাগলাম।

নরম গলায় বললাম, "হতাশ হবেন না মাদাম। আমি একটা রহস্যপূর্ণ সংলাপ শুনেছি—একটা অসৎ যোগাযোগের কথা জেনেছি—আর রাতেই আমার উঁকি-গর্ত ও নল-গর্তের কাছ থেকে অনেক বড় কিছু আশা করছি। দয়া করে শংকিত হবেন না ; আমার ধারণা আমরা একটা আবিষ্কারের একেবারে তীরে এসে দাঁড়িয়েছি।"

এই সময় কাজের প্রতি আমার সোৎসাহ অনুরাগ আমার সুকুমার অনুভূতি অপেক্ষা বড় হয়ে উঠল। আমি তাকিয়ে থাকলাম—চোখ মিটমিট করলাম—মাথা নাড়ালাম—তাকে রেখে চলে গেলাম।

আমার ঘরে ফিরে দেখলাম মিঃ জে হাতল-চেয়ারে বসে পাইপ মুখে দিয়ে মটন চপ হজম করছে। তার টেবিলে দুটো গ্লাস, একটা জগ ও ব্র্যাণ্ডির একটা পাইট বোতল। ঘড়িতে তখন সময় সাতটা। সাতটা বাজতেই 'জ্যাক" বলে বর্ণিত লোকটি ঘরে ঢুকল।

তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল—সানন্দে বলছি, তাকে ভয়ংকর রকমের উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। প্রত্যাশিত সাফল্যের উজ্জ্বল আভা আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। উঁকি-গর্তের ভিতর দিয়ে তাকালাম ; দেখলাম সাক্ষাৎকারী—এই আনন্দদায়ক কেস-এর জ্যাক—মিঃ জে-র টেবিলের উল্টো দিকে আমার মুখোমুখি বসে আছে। এই মুহূর্তে দুজনের মুখের ভাবে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও এই দুই ভ্রষ্টচরিত্র শয়তানকে দেখতে এত হুবহু একরকম যে সহজেই অনুমান করা যায় তারা দুই ভাই। দুজনের মধ্যে জ্যাকই বেশী পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত। গোড়াতেই আমি সেটা স্বীকার করছি। ন্যায় বিচার ও অপক্ষপাতিত্বকে একেবারে সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত টেনে নেওয়াটা হয় তো আমার চরিত্রের অন্যতম বিচ্যুতি। আমি ধর্মধ্বজী নই ; পাপের মধ্যেও যদি শুভ লক্ষণ কিছু থাকে তাহলে পাপকেও তার প্রাপ্য দেওয়া হোক—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর্বতোভাবেই পাপ যেন তার প্রাপ্য পায়।

"ব্যাপার কি জ্যাক ?" মিঃ জে শুধাল।

"সেটা কি আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছ না ?" জ্যাক বলল। "ভাইরে, বিলম্বে বিপদ ঘটবে। অনিশ্চয়তা ত্যাগ কর, কাল বাদে পরশুই ঝুঁকিটা নাও।"

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে মিঃ জে চীৎকার করে বলল, "এত তাড়াতাড়ি ? বেশ, তুমি যদি তৈরী থাক,

আমিও তৈরী। কিন্তু জ্যাক, অন্য লোকটিও তৈরী তো ? তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিত কি ?"

কথাগুলি সে হেসে হেসেই বলল—সে এক ভয়ংকর হাসি—এবং "অন্য লোকটি" কথা দুটোর উপর অত্যন্ত বেশী জোর দিয়ে বলল। স্পষ্টতই একটি তৃতীয় গুণ্ডা—নামহীন এক কাণ্ডজ্ঞানহীন দুরাত্মা—এই কাজের সঙ্গে জড়িত আছে।

জ্যাক বলল, "কাল আমাদের সঙ্গে দেখা কর এবং নিজেই সেটা বিচার কর। সকাল এগারোটায় রিজেণ্টস পার্ক-এ পেঁছে এভেনিউ রোডের মোড়ে আমাদের খুঁজে নিয়ো।"

মিঃ জে বলল, "সেখানেই থাকব। এক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি ও জল মুখে পড়েছে কি ? উঠলে কেন ? তোমরা কি এখনই চলে যাবে ?"

জ্যাক বলল, "হ্যাঁ, আমি যাব। আসলে আমি এতই উত্তেজিত ও উদ্বেলিত হয়ে পড়েছি যে কোথাও একটানা পাঁচ মিনিট বসে থাকতে পারছি না। তোমার কাছে হাস্যকর মনে হলেও আমি সর্বক্ষণ একটা স্নায়বিক উদ্বেগের মধ্যে আছি। আমার ভয় হচ্ছে, আমার জান কবুল, আমরা ধরা পড়ব। আমার তো মনে হয়, রাস্তায় যে লোকটি আমার দিকে দুবার তাকায় সেই একজন গুপ্তচর—"

এই কথা শুনেই আমার পা দুটি যেন অবশ হয়ে এল। একমাত্র মনের জোরেই আমি উঁকি-গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলাম—আমার কথা বিশ্বাস কর, আর কোন জোরই তখন আমার ছিল না।

একজন দাগী আসামীর মত নির্লজ্জ সাহসের সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জে চীৎকার করে উঠল, "যত সব বাজে কথা ! এখনও পর্যন্ত ব্যাপারটা আমরা গোপন রেখেছি, আর শেষ পর্যন্ত ভালভাবেই সব ব্যবস্থা করতে পারব। একটু ব্র্যাণ্ডি ও জল পেটে দাও, তাহলেই তুমিও আমার মতই নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।"

সে বলল, "চেষ্টা করব। মনে রেখো, কাল সকালে—বেলা এগারোটায়, রিজেণ্টস পার্কের এভেনিউ রোডের দিকে।"

এই কথা বলে সে বেরিয়ে গেল। তার দাগী আত্মীয়টি হো-হো করে হাসতে হাসতে মাটির নোংরা পাইপটা টানতে শুরু করল।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে আমি বিছানার পাশে বসে পড়লাম।

এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে চুরি-করা ব্যাংক নোটগুলো ভাঙানোর চেষ্টা এখনও করা হয় নি ; আমি আরও বলছি, আমার হাতে কেসটা তুলে দেবার সময় সার্জেণ্ট বুলমারও এই কথাই বলেছিলেন। যে কথাবার্তার কথা এই মাত্র লিখলাম তা থেকে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত কি হতে পারে ? স্পষ্টতই সেটা এই যে চুরির স্যাঙাতরা কাল সকালে মিলিত হবে, চুরির টাকার ভাগাভাগিটা সেরে ফেলবে এবং পরের দিন সেই নোটগুলি ভাঙাবার সব চাইতে নিরাপদ ব্যবস্থা কি হতে পারে সেটাও স্থির করবে। নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে মিঃ জে-ই প্রধান অপরাধী আর বড় ঝুঁকিটাও হয় তো সেই নেবে—অর্থাৎ পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোটটা ভাঙানোর ঝুঁকি। অতএব কাল আমার কাজ হবে তার পিছু নেওয়া

এবং রিজেন্টস্ পার্কে হাজির থেকে যথাসম্ভব তাদের কথাবার্তা শোনা। তারা যদি পরের দিন পুনরায় একত্র হবার কথা বলে তাহলে আমাকেও অবশ্যই সেখানে যেতে হবে। ইতিমধ্যে (যদি ধরে নেই যে আলোচনার শেষে তারা আলাদাভাবে চলে যাবে) দুটি ছোট অপরাধীর পিছু নেবার জন্য আরও দুজন যোগ্য লোকের সহায়তা আমার দরকার হবে। এ কথা বলে নেওয়াই ভাল যে পাষণ্ডরা যদি এক সঙ্গেই ফিরে যায় তাহলে হয় তো সহকারী দুজনকে আমি কাজে লাগাব না। উচ্চাকাংখী হওয়াই আমার স্বভাব, তাই সম্ভব হলে এই ডাকাতির ফয়সালা করার সম্পূর্ণ কৃতিত্বটা আমি নিজেই অর্জন করতে চাই।

৮ই জুলাই।

আমার দুটি সহকারী খুবই দ্রুত এসে হাজির হয়েছে; সেজন্য ধন্যবাদ। আমার আশংকা, দুজনই খুব সাধারণ যোগ্যতার মানুষ। তবে ভাগ্য ভাল, তাদের চালিয়ে নিতে আমি নিজে সব সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকব।

আজ সকালে আমার প্রথম কাজই ছিল, ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য মিঃ ও মিসেস ইয়াটম্যানকে দুজন নতুন লোকের উপস্থিতির কথাটা জানিয়ে দেওয়া। মিঃ ইয়াটম্যান (নিজেদের মধ্যে বলছি, লোকটি অসহায়, দুর্বল) কেবল মাথা নেড়ে একবার আর্তনাদ করল। মিসেস ইয়াটম্যান (সেই গুণবতী নারী) একবার চকিত নয়নে তাকিয়ে আমাকে ধন্য করল।

বলল, "ওঃ মিঃ শার্পিন, ওই দুটি লোককে দেখে আমি বড়ই দুঃখ পেলাম। সাহায্যের জন্য দুটি লোককে ডেকে আনা মানেই আপনি নিজের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছেন।"

গোপনে একবার চোখ মেরে (এ কাজটাতে তিনি কোনরকম দোষ ধরেন না) আমার রসিকতার ভংগীতে তাকে বললাম যে তার হিসাবে একটু ভুল হয়েছে।

"দেখুন মাদাম, আমি সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত বলেই ওদের ডেকে পাঠিয়েছি। টাকাটা উদ্ধার করতে আমি কৃতসংকল্প, কেবল আমার জন্যই নয়, মিঃ ইয়াটম্যানের জন্য—এবং আপনার জন্যও।"

শেষের তিনটে শব্দের উপর আমি যথেষ্ট জোর দিলাম। সে বলল, "ওঃ মিঃ শার্পিন!" স্বর্গীয় রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত হয়ে সে আবার আমার দিকে তাকাল। সেই নারীকে নিয়ে আমি পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তেও যেতে পারি, কেবল মিঃ ইয়াটম্যান যদি মারা যেত।

দুই সহকারীকে পাঠিয়ে দিলাম রিজেন্টস্ পার্কের এভেনিউ রোড ফটকে, আমি না ডাকা পর্যন্ত তারা সেখানেই অপেক্ষা করবে। আধঘণ্টা পরে মিঃ জে-র অনুগমন করে আমিও সেইদিকেই পা বাড়ালাম।

দুই স্যাঙাৎ নির্ধারিত সময়েই হাজির হল, লিখতে লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, তথাপি কথাটা জানানো দরকার যে তৃতীয় পাপিষ্ঠ—আমার প্রতিবেদনের নামহীন দুরাত্মা, অথবা, যদি আপনার বেশী পছন্দ হয় তো দুই ভাইয়ের সংলাপের সেই রহস্যময় "অপর একজন"—একটি নারী! এবং, তার চাইতেও বেশী, একটি যুবতী নারী; এবং আরও শোচনীয় ব্যাপার, একটি সুদর্শনা

নারী! দীর্ঘকাল যাবৎ এই ক্রমবর্ধমান প্রত্যয়টিকে আমি চেপে রেখেছি যে এ জগতে যেখানেই কোন ক্ষতি সাধিত হয় সেখানেই একটি সুন্দরী নারী অনিবার্যভাবে তার সংগে জড়িত থাকে। আজকের সকালের অভিজ্ঞতার পরে আমার পক্ষে এই শোচনীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আর সংগ্রাম করা সম্ভব নয়।—আমি নারী জাতির সংশ্রব পরিত্যাগ করলাম—মিসেস ইয়াটম্যানকে বাদ দিয়ে– আমি নারী জাতির সংশ্রব ত্যাগ করলাম।

"জ্যাক" নামক লোকটি নারীটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তিনজনই ধীরে ধীরে গাছপালার ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আমি তাদের অনুসরণ করলাম। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে আমার দুই সহকারীও আমার পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

গভীর দুঃখের সঙ্গে বলছি, ধরা পড়ে যাবার বিরাট ঝুঁকি নিয়ে গোপনে তাদের কথাবার্তা শুনতে পাবার মত কাছাকাছি যাওয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদের ভাবভঙ্গী ও কার্যকলাপ থেকে কেবল এইটুকুই অনুমান করতে পারছি যে এমন একটা বিষয় নিয়ে তারা তিনজন কথা বলছিল যে সম্পর্কে তাদের গভীর আগ্রহ ছিল। এইভাবে পুরো পনেরো মিনিট কেটে যাবার পরে হঠাৎ তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই হাঁটতে শুরু করল। এই জরুরী পরিস্থিতিতে আমার উপস্থিত বুদ্ধির অভাব ঘটল না। দুই সহকারীকে ইসারা করে জানিয়ে দিলাম তারা যেন আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে ওদের পার হয়ে চলে যায়, আর আমি খুব সন্তর্পণে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। তারা আমার পাশে পেঁছিতেই আমি শুনতে পেলাম "জ্যাক" এই কথাগুলি মিঃ জে-র উদ্দেশে বলছে :

"ধরা যাক কাল সকাল সাড়ে দশটা। আর মনে রেখো, একটা গাড়িতে আসবে। এখানে কাছাকাছি কোথাও এসে গাড়ি ধরার ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।"

মিঃ জে সংক্ষেপে কি উত্তর দিল আমি শুনতে পেলাম না। তারা হাঁটতে হাঁটতে যেখানে মিলিত হয়েছিল সেখানেই ফিরে গেল এবং এমন নির্লজ্জ আদরের সঙ্গে করমর্দন করল যে সেটা দেখে আমার ভাল লাগল না। তারপর তারা যে যার পথে চলে গেল। আমি মিঃ জে-কে অনুসরণ করলাম। আমার সহকারীরা অপর দুজনের উপর নজর রেখে চলল।

আমাকে রাদারফোর্ড স্ট্রীটে ফিরিয়ে নেবার বদলে মিঃ জে আমাকে নিয়ে হাজির হল স্ট্র্যাণ্ডে। একটা নোংরা, কুদর্শন বাড়ির সামনে সে থামল। দরজার পরিচয়-লিপি থেকে বুঝলাম সেটা সংবাদ-পত্রের আপিস, আমার বিচারে বাড়িটার চেহারা দেখে মনে হবে সেটা একটা চোরাই মালের গুদাম।

কয়েক মিনিট ভিতরে কাটিয়ে সে শিস দিতে দিতে ফিরে এল, তার একটা আঙুল ও বুড়ো আঙুলটা ওয়েস্টকোটের পকেটে ঢোকানো। আমার চাইতে অল্প বিচক্ষণ যে কোন লোক সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার করত। দুই স্যাঙাৎকে ধরার প্রয়োজনের কথাটাও মনে পড়ে গেল। তাছাড়া, পরদিন সকালে তাদের একত্র মিলিত হবার ব্যবস্থাটাকে বানচাল করে দেওয়াও সঙ্গত হবে না। আমি তো মনে করি, গোয়েন্দা পুলিশের কাজে সুনাম অর্জনের পথে যে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছে এমন একজন

তরুণ শিক্ষানবীশের পক্ষে সংকটের মুহূর্তে এরকম ঠাণ্ডা মাথার চিন্তা একটি বিরল ঘটনা।

সন্দেহজনক চেহারার বাড়িটা থেকে বেরিয়ে মিঃ জে একটা চুরুটের দোকানে ঢুকে একটা চুরুট ধরিয়ে কয়েকটা পত্রিকা পড়ল। আমিও তার কাছাকাছি একটা টেবিলে বসে একটা চুরুট ধরিয়ে পত্রিকা পড়তে লাগলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে সে শুঁড়িখানায় ঢুকল এবং একজোড়া চপ খেল। আমিও সেখানে গিয়ে চপ খেলাম। খাওয়া শেষ করে সে তার ঘরে ফিরে গেল। আমিও খাওয়া শেষ করে আমার আস্তানায় ফিরে গেলাম। সন্ধ্যার পরেই তন্দ্রায় ঢুলতে ঢুলতে সে শুতে গেল। তার নাক ডাকার শব্দ কানে আসতেই আমিও তন্দ্রার ঘোরে শুতে চলে গেলাম।

খুব সকালে আমার দুই সহকারী এল তাদের প্রতিবেদন জানাতে।

তারা দেখেছে, “জ্যাক” নামক লোকটি রিজেন্টস্ পার্কের অনতিদূরে একটি সম্ভ্রান্ত চেহারার ভিলা-ভবনের ফটকের কাছে স্ত্রীলোকটিকে ছেড়ে দিল। তারপর সে একা একা ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা শহরতলির রাস্তায় পড়ল। রাস্তার দুধারে প্রধানত দোকানদারদের বাস। তারই একটা বাড়ির ব্যক্তিগত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চাবি ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকল – অবশ্য ঢোকার আগে চারদিকে একবার তাকাল, আর আমার লোকদুটিকে রাস্তার উল্টো দিক ধরে যেতে দেখে সন্দেহের চোখে তাকাল। সহকারী দুজন শুধু এই কথাগুলিই জানাল। দরকার হলে আমার কিছু কাজ করে দেবে বলে লোক দুটিকে আমার ঘরেই রেখে দিয়ে মিঃ জে-কে দেখার জন্য উঁকি-গর্তের কাছে উঠে গেলাম।

সে নিজের সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। নিজের চেহারার সবরকম নোংরামির চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য অসাধারণ কষ্ট করে চলেছে। আমিও ঠিক এটাই প্রত্যাশা করেছিলাম। মিঃ জে-র মত একটি ভবঘুরে লোক যখন একটা চুরি-করা ব্যাংক-নোট ভাঙাবার ঝুঁকি নিতে যায় তখন নিজের চেহারাটাকে ঘসে-মেজে একটু ভদ্রগোছের করাটা যে কত দরকার তা সে ভালই জানে। দশটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় সে নোংরা টুপিটাতে বুরুশের শেষ টানটা দিল আর নোংরা দস্তানা দুটোকেও ঘসে-মেজে চকচকে করে তুলল। দশটা বেজে দশ মিনিটের সময় সে রাস্তায় নেমে নিকটবর্তী গাড়ির আড্ডার দিকে হাঁটতে লাগল। আর আমি ও আমার দুই সহকারী তার পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

সে একটা গাড়ি নিল, আমরাও একটা গাড়ি নিলাম। আগের দিন পার্কে তাদের পিছু নিলেও তারা যে পুনরায় মিলিত হবার একটা স্থান ঠিক করেছিল সেটা আমি শুনতে পাই নি। কিন্তু এখন অচিরেই বুঝতে পারলাম যে আমরা এভেনিউ রোড ফটকের দিকেই এগিয়ে চলেছি।

মিঃ জে-র গাড়িটা ধীরে ধীরে পার্কের ভিতর ঢুকে গেল। সন্দেহ এড়াবার জন্য আমরা পার্কের বাইরেই থামলাম। আমি নেমেই পায়ে হেঁটে গাড়িটার পিছু নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা থেমে গেল, আর আমি দেখতে পেলাম আমার দুই সহকারী গাছপালার ভিতর থেকে গাড়িটার দিকেই এগিয়ে আসছে। তারা গাড়িতে উঠে বসল আর গাড়িটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল। আমার গাড়ির

দিকে ছুটে গিয়ে কোচোয়ানকে বললাম, সে যেন তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে দিয়ে আগের মতই তাদের অনুসরণ করতে থাকে।

আমার নির্দেশ মানলেও লোকটি এমন বিশ্রীভাবে কাজটা করল যে তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিল। প্রায় তিন মিনিট তাদের পিছনে ধাওয়া করার পরে তারা কতটা এগিয়ে গেছে দেখার জন্য আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম। দেখলাম, তাদের গাড়ির জানালা দিয়ে দুটো টুপি বেরিয়ে আছে, আর দুটি মুখ পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আসনে বসে পড়লাম, আমার সারা দেহ ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেল; ভাষাটা মোটা দাগের হয়ে গেল, কিন্তু সেই সংকট-মুহূর্তে আমার অবস্থাটা আর কোন শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা যেত না।

অস্পষ্ট স্বরে দুই সহকারীকে বললাম, "আমরা ধরা পড়ে গেছি!" তারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোভাব গভীর হতাশা থেকে ক্ষোভের শিখরে উঠে গেল।

"এটা গাড়িওয়ালার দোষ। তোমরা একজন গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়", গম্ভীর গলায় আমি বললাম—"বেরিয়ে পড় আর ঐ লোকটার মাথায় ঘুষি মারো।"

আমার নির্দেশ মানার পরিবর্তে (তাদের এই অবাধ্যতার কাজটা হেডকোয়ার্টারে জানানো আমার উচিত) তারা দুজনই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তাদের দুজনকে টেনে গাড়ির মধ্যে ফিরিয়ে আনার আগেই তারা দুজন আবার বসে পড়ল। আমি কোনরকম ক্ষোভ প্রকাশ করার আগেই তারা দুজনই দাঁত বের করে আমাকে বলল, "দয়া করে বাইরে তাকান স্যার!"

আমি বাইরে তাকালাম। চোরদের গাড়িটা আগেই থেমেছে।

কোথায়?

একটা গির্জার দরজায়!!!

এই আবিষ্কারের কি প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে হত আমি জানি না। আমি স্বয়ং একটু বেশীমাত্রায় ধর্মভাবাপন্ন হওয়ায় আমার মন আতংকে ভরে উঠল। অপরাধীদের নীতিহীন ধূর্তামির কথা অনেক পড়েছি; কিন্তু তিনটি চোর গির্জায় ঢুকে তার অনুসরণকারীদের ফাঁকি দিয়েছে—এ রকম কথা আগে কখনও শুনিনি! আমি মনে করি, এই কাজের ধর্মবিরোধী ঔদ্ধত্য অপরাধের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

দাঁত-বের-করা সহকারী দুজনকে চোখ গরম করেই সংযত করলাম। তাদের মনের মধ্যে তখন কি চিন্তা চলছিল সেটা সহজেই বোঝা যায়। আমি যদি তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করতে না পারতাম তাহলে হয়তো দুটি সুবেশ পুরুষ ও একটি সুবেশিনী নারীকে একটা কাজের দিন সকালে বেলা এগারোটার আগে গির্জায় প্রবেশ করতে দেখলে আমিও হয়তো তাড়াতাড়িতে সেই সিদ্ধান্তেই আসতাম যেটা আমার অধীনস্থ দুজনের মনে হয়েছিল। কিন্তু বস্তুত বাইরের চেহারা দিয়ে আমাকে ভোলানো খুব শক্ত। আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে একজনকে সঙ্গে নিয়ে গির্জায় ঢুকে পড়লাম। অপর জনকে পাঠালাম গির্জার তোষাখানার দরজার উপর ভাল করে নজর রাখতে। একটা ঘুমন্ত

ভোঁদরকে আপনি ধরতে পারেন, কিন্তু আপনার বিনীত সেবক ম্যাথু শার্পিনকে ধরতে পারবেন না!

আমরা লুকিয়ে গ্যালারির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম, দুই ভাগ হয়ে অর্গ্যানের বেদীর উপর উঠে সম্মুখের পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। তিনজনই সেখানে হাজির, নীচের ঘেরা আসনে বসে আছে—হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য মনে হলেও তারা ঘেরা আসনেই বসে আছে!

আমি কি করব স্থির করার আগেই তোষাখানার দরজা দিয়ে এসে হাজির হল পূর্ণ যাজকীয় পোশাকে সজ্জিত একজন যাজক, তার পিছনে একটি কেরাণি। আমার মাথা ঘুরে গেল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠল। তোষাখানায় ডাকাতির অন্ধকার স্মৃতিগুলি মনের সামনে ভেসে উঠল। পূর্ণ যাজকীয় পোশাকের ভাল মানুষটির জন্য আমার বুকটা কেঁপে উঠল—কেঁপে উঠল তার কেরাণিটির জন্যও।

যাজক বেদীর রেলিংয়ের মধ্যে আসন গ্রহণ করল। তিন দুঃসাহসী ডাকাত তার দিকে এগিয়ে গেল। যাজক পুঁথি খুলে পড়তে শুরু করল। কি পড়ল?—আপনি জিজ্ঞাসা করবেন।

অসংকোচেই আমি জবাবটা দিচ্ছি, বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রথম কয়েকটি পংক্তি।

আমার সহকারীর কী স্পর্দ্ধা সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই নিজের রুমালটাই তার মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। তার দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা হল। পরে যখন বুঝতে পারলাম যে "জ্যাক" নামক লোকটিই বর আর জে লোকটি বাবার ভূমিকায় নেমে কনে সম্প্রদান করল, তখনই আমি সঙ্গীটিকে নিয়ে গির্জা থেকে বেরিয়ে এলাম এবং তোষাখানার দরজার বাইরে অপর সঙ্গীটির সঙ্গে মিলিত হলাম। আমার অবস্থায় পড়লে কিছু লোক খুবই মুসড়ে পড়ত এবং ভাবত যে তারা বোকার মত একটা মস্ত ভুল করেছে। কিন্তু আমার বেলায় সেরকম কিছুই ঘটল না। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহও আমার মনে জাগল না। এমন কি, খুশি মনেই আমি বলছি, তিনটি ঘণ্টা পরেও মানসিক দিক থেকে আমি আগের মতই শান্ত ও আশাবাদী আছি।

গির্জার বাইরে এসে তিনজন মিলিত হওয়ামাত্রই আমি জানিয়ে দিলাম, যাই ঘটে থাকুক না কেন তবু আমার ইচ্ছা অপর গাড়িটার পিছনে ধাওয়া করা হোক। কেন আমি এই পথটা নিলাম সেটা অচিরেই বোঝা যাবে। আমার এই সিদ্ধান্তে দুই সহকারীই অবাক হয়ে গেল। একজন তো দুর্বিনীতভাবে বলেই ফেলল:

“দয়া করে বলুন তো স্যার, আমরা কার পিছনে ছুটছি? যে লোক টাকা চুরি করেছে তার, না যে বৌ চুরি করেছে তার?”

অপর অধম লোকটি হো-হো হেসে তাকে উৎসাহ দিল। দুজনেরই প্রাপ্য সরকারী স্তরে তিরস্কার; আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, তারা দুজনই সেটা পারে।

বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে তিনজনই তাদের গাড়িতে উঠে বসল; আর গির্জার কাছেই লুকিয়ে-রাখা আমাদের গাড়িটাও আবার তাদের পিছু নিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথের টার্মিনাস পর্যন্ত আমরা তাদের পিছনে ছুটলাম। নববিবাহিত দম্পতি রিচমণ্ডের টিকিট কাটল—ভাড়া দিল একটা আধ-গিনি দিয়ে ; ফলে তাদের গ্রেপ্তার করার আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হলাম ; তারা যদি ব্যাংক-নোটে টিকিটের টাকাটা দিত তাহলে আমি অবশ্যই তাদের গ্রেপ্তার করতাম। মিঃ জে-র কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তারা বলল, "ঠিকানাটা মনে রেখো,—১৪, ব্যাবিলন টেরেস। তুমি আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে আগামী সপ্তাহের কালকের দিনে।" মিঃ জে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে রসিকতা করে বলল, "সে এখনই বাড়ি ফিরে পরিষ্কার পোশাকপত্র ছেড়ে বাকি দিনটা নোংরা হয়ে আরামে কাটাবে।" আপনাকে জানাই, আমি তাকে নিরাপদে বাড়িতে পেঁছিতে দেখেছি, এবং এই মুহূর্তে আবার সে আরামে নোংরা অবস্থায় (তার লজ্জাকর ভাষাতেই বলছি) সময় কাটাচ্ছে।

আমি যাকে প্রথম স্তর বলছি সেখানে পেঁছে আপাতত ব্যাপারটা এখানেই থেমে আছে।

যে সব লোক সব ব্যাপারেই একটা তড়িঘড়ি রায় দিয়ে বসে তারা এই অবধি আমার কার্যকলাপ সম্পর্কে কি বলবে তা আমি ভাল করেই জানি। তারা বলবে, আগাগোড়াই আমি অত্যন্ত যুক্তি-বিরুদ্ধভাবে নিজেকে ঠকিয়েছি ; তারা বলবে, যে সব সন্দেহজনক কথাবার্তার কথা আমি রিপোর্ট করেছি সে সবই একটি পালিয়ে-যাওয়া বিয়েকে সার্থকভাবে সম্পন্ন করার সম্ভাবিত বাধা ও বিপদের ইঙ্গিতবহ মাত্র ; আর তাদের বক্তব্যের সত্যতার অনস্বীকার্য প্রমাণ হিসাবে গির্জার দৃশ্যটিকেই তুলে ধরবে। তাই যেন হয়। এ পর্যন্ত আমি কোনই আপত্তি জানাচ্ছি না। কিন্তু বাস্তব জগতের মানুষ হিসাবে আমার প্রখর বিচার-বুদ্ধির গভীর থেকে এমন একটি প্রশ্ন আমি করছি যার উত্তর দেওয়া আমার তীব্রতম শত্রুর পক্ষেও খুব সহজ হবে না।

বিয়ের ব্যাপারটাকে অকৃত্রিম বলে ধরে নিলেও এই গোপন কাণ্ডকারখানার সঙ্গে জড়িত তিনটে লোকের নির্দোষিতার প্রমাণ তার মধ্যে কোথায় আছে? আমি তো কিছুই খুঁজে পাই নি। বরং এর দ্বারা মিঃ জে ও তার স্যাঙাৎদের বিরুদ্ধে আমার সন্দেহটাই জোরদার হচ্ছে, কারণ এর মধ্যেই তাদের টাকাটা চুরি করার একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য পাওয়া যাচ্ছে। যে ভদ্রলোক মধু-চন্দ্রিমা যাপন করতে রিচমণ্ড যাচ্ছে তার তো টাকার দরকার আছে, আর যে ভদ্রলোক সব দোকানদারদের কাছেই ধার করে বসে আছে তার অবশ্যই টাকার অভাব আছে। একটা খারাপ উদ্দেশ্য আরোপ করার পক্ষে এটা কি সমর্থনের অযোগ্য? আহত নীতিবোধের নামে আমি তা অস্বীকার করি। এই মানুষগুলি একসঙ্গে মিলে একটি নারীকে চুরি করেছে। তাহলে তারা একসঙ্গে মিলে ক্যাস-বাক্সটা চুরি করতে পারবে না কেন? কঠোর নীতিবোধের যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছি ; আর পাপের সব রকম কূট তর্ক একত্র হয়েও সেখান থেকে আমাকে এক ইঞ্চিও সরাতে পারবে না।

নীতিবোধের কথা প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই, কেসটা সম্পর্কে এই অভিমত আমি মিঃ ও মিসেস ইয়েটম্যানকেও বলেছি। সেই রুচিশীলা মনোহারিণী নারী প্রথমে যুক্তির দৃঢ়বদ্ধ শৃঙ্খলকে ঠিকমত অনুসরণ করতে পারে নি। আমি অসংকোচেই স্বীকার করছি যে সে মাথা নেড়ে, চোখের জল

ফেলে, আগেভাগেই স্বামীর সঙ্গে দুশ' পাউন্ড হারাবার শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমার দিক থেকে আরও কিছু সযত্ন ব্যাখ্যা এবং তার দিকে আরও বেশী মনোযোগ দিয়ে শোনার ফলে শেষ পর্যন্ত তার মতের পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন আমার সঙ্গে একমত যে এই গোপন বিয়ের সঙ্গে জড়িত এই সব অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলীর মধ্যে এমন কিছুই নেই যার ফলে মিঃ জে, অথবা মিঃ "জ্যাক", অথবা পলাতকা মহিলাটি সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হতে পারে। তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার এই সুন্দরী বান্ধবীটি "নির্লজ্জ প্রগলভ নারী" কথাটাও ব্যবহার করেছে। কিন্তু সে সব কথা থাক। তার চাইতেও বড় কথা যা জানানো দরকার সেটা হল, মিসেস ইয়েটম্যান এখনও আমার উপর বিশ্বাস হারান নি এবং মিঃ ইয়েটম্যানও কথা দিয়েছে স্ত্রীর দৃষ্টান্তই অনুসরণ করবে ও ভবিষ্যৎ সুফলের জন্য যথাসাধ্য আশা করে থাকবে।

ইতিমধ্যে ঘটনা-চক্র যে নতুন মোড় নিয়েছে এবার আমি আপনার আপিস থেকে সে বিষয়ে পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করে আছি। যে লোকটি ধনুকে দুটি জ্যা আরোপ করে বসে আছে তার মত ধৈর্য নিয়েই আমিও অপেক্ষা করছি নতুন নির্দেশের জন্য। তিন স্যাঙাৎকে যখন গির্জার দরজা থেকে রেলের টার্মিনাস পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলাম তখন দুটি উদ্দেশ্য আমার মধ্যে কাজ করেছিল। প্রথম, আমি তাদের অনুসরণ করেছিলাম সরকারী কাজের তাগিদে, কারণ তখনও আমি বিশ্বাস করেছি যে ডাকাতির ব্যাপারে তারা দোষী। দ্বিতীয়, আমি তাদের অনুসরণ করেছিলাম ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার ফলে; পলাতক দম্পতি কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে সেটা জানা এবং তরুণী মহিলাটির পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে সেই তথ্যকে পণ্য-সামগ্রীর মত অর্থমূল্যে বিক্রি করা। এই ভাবে, যাই ঘটুক না কেন অযথা সময় নষ্ট করিনি বলে আগেভাগেই আমি নিজেকে অভিনন্দিত করতে পারি। আপিস যদি আমার কার্যবিধি সমর্থন করে তাহলে পরবর্তী কর্মধারা আমি প্রস্তুত করেই রেখেছি। আর আপিস যদি আমাকে দোষ দেয় তাহলে আমি নিজেকে সরিয়ে নেব এবং আমার বিক্রয়যোগ্য তথ্যাদি নিয়ে চলে যাব রিজেন্টস্ পার্কের কাছাকাছি সেই রুচিসম্পন্ন শান্ত ভিলা-ভবনে। যে ভাবেই হোক এই ব্যাপারটা আমার পকেটে কিছু টাকা এনে দেবে এবং একটি অসাধারণ তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে আমার দূরদৃষ্টি স্বীকৃতি লাভ করবে।

আর একটি মাত্র কথা আমার বলার আছে, আর সেটি হল :—যদি কোন ব্যক্তি ক্যাস-বাক্স চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার প্রশ্নে মিঃ জে ও তার স্যাঙাৎদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করার সাহস দেখান তাহলে তার উত্তরে আমি সেই ব্যক্তিকে—তিনি যদি প্রধান পরিদর্শক থিকস্টোন স্বয়ং হন—জানাতে বলব সোহোর রাদারফোর্ড স্ট্রীটের ডাকাতিটা তাহলে কে করেছে।

আপনার অত্যন্ত অনুগত সেবক

ম্যাথু শার্পিন।

প্রধান পরিদর্শক থিকস্টোন লিখছে সার্জেন্ট বুলমারকে।

বার্মিংহাম, ৯ই জুলাই

সার্জেন্ট বুলমার,

সেই ফাঁকা-মাথা দেমাকি ছোকরাটি রাদারফোর্ড স্ট্রীটের কেসটা নিয়ে একেবারে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে, ঠিক যে রকমটা করবে বলে আমি আশা করেছিলাম। কার্যব্যাপদেশে আমাকে এই শহরেই থাকতে হচ্ছে; তাই আপনাকে লিখছি এ ব্যাপারে একটা সুরাহা করে ফেলুন। এই ব্যাপারে সেই মাথামুণ্ডুহীন পৃষ্ঠাগুলি পাঠালাম যাকে শার্পিন নামক ছেলেটা বলে প্রতিবেদন। পৃষ্ঠাগুলি উল্টে দেখবেন; মনে হয়, এই অর্থহীন কথাগুলি পড়ে শেষ করার পরে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এই আত্মম্ভরী ছোকরাটি সর্বত্রই চোরকে খুঁজে বেড়িয়েছে, একমাত্র সঠিক জায়গাটি ছাড়া। এখন তো পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনি দোষী লোকটির মাথায় হাত রাখতে পারবেন। কেসটা সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়ে ফেলুন; আপনার প্রতিবেদনটি আমার কাছে এখানেই পাঠিয়ে দিন; আর মিঃ শার্পিনকে বলে দিন, পুনর্বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত তাকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করা হল।

আপনার ফ্রান্সিস থিকস্টোন।

সার্জেন্ট বুলমার লিখছে প্রধান পরিদর্শক থিকস্টোনকে।

লন্ডন, ১০ই জুলাই

ইন্সপেক্টর থিকস্টোন,

আপনার চিঠি এবং সেই সঙ্গে পাঠানো কাগজপত্র নিরাপদে আমার হাতে এসেছে। লোকে বলে, বিজ্ঞজন মূর্খের কাছ থেকেও কিছু শিখতে পারে। শার্পিনের প্রতিবেদনে সে নিজের বোকামির যে অর্থহীন অসংলগ্ন ফিরিস্তি দিয়েছে। সেটা পড়া শেষ করে আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী রাদারফোর্ড স্ট্রীটের কেসটাকে একেবারে শেষ পর্যন্ত আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেই বাড়িতে পেঁাছে প্রথমেই স্বয়ং শার্পিনের দেখা পেলাম।

সে বলল, "আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন?"

আমি বললাম, "ঠিক তা নয়। আমি এসেছি তোমাকে বলতে যে পুনর্বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত তোমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।"

কোনরকম বিচলিত না হয়ে, এমন কি একটা পেগ পেটে পড়লে সে যতটুকু বেচাল হয় তাও না হয়ে, সে বলল, "খুব ভাল। আমি জানতাম আপনি আমাকে ঈর্ষা করবেন। এটাই স্বাভাবিক; আর আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। দয়া করে ভিতরে আসুন, একটু আরাম করুন। রিজেন্টস্ পার্ক অঞ্চলে আমার নিজস্ব একটা ছোট গোয়েন্দাগিরির কাজে আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি। টা-টা সার্জেন্ট, টা-টা!"

এই কথাগুলি বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—আমিও ঠিক এটাই চেয়েছিলাম।

দাসী যেই দরজাটা বন্ধ করে দিল অমনি আমি তাকে বললাম তার মনিবকে ডেকে দিতে, আমি গোপনে তাকে একটা কথা বলতে চাই। সে আমাকে দোকান-ঘরের পিছনের বসবার ঘরটাতে নিয়ে গেল; মিঃ ইয়েটম্যান সেখানে একা বসে খবরের কাগজ পড়ছিল।

"এই ডাকাতিটার ব্যাপারে এসেছি স্যার", আমি বললাম।

লোকটি এমনিতেই একটু বেচারি, দুর্বল ও মেয়েমানুষের মত প্রকৃতির। যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। আপনি তো আমাকে বলতে এসেছেন আপনাদের ওই আশ্চর্য চালাক লোকটির কথা যে আমার তিন তলার পার্টিশান-দেয়ালে গর্ত খুঁড়েছে, একটা ভুল করেছে, আর যে বদমাসটা আমার টাকা চুরি করেছে তার হদিসটাও বেমালুম ভুলে গেছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ স্যার। সে কথাটাও আপনাকে বলতে এসেছি। কিন্তু তা ছাড়াও আরও কিছু বলার আছে।"

আগের চাইতেও রুক্ষ গলায় সে বলল, "আপনি কি বলতে পারেন চোরটা কে?"

"হ্যাঁ স্যার, তা বোধ হয় পারি।"

সে খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখল। সে কেমন যেন উৎকণ্ঠিত ও ভীত হয়ে উঠল।

বলল, "আমার দোকানী নয় তো? লোকটার খাতিরেই আশা করছি, আমার দোকানীটা চোর নয়।"

"আবার অনুমান করুন তো স্যার", আমি বললাম।

"ওই আলসে, নোংরা মেয়েমানুষটা, মানে আমার দাসীটা কি?" সে বলল।

আমি বললাম, "সে আলসে, সে নোংরাও বটে; প্রথম কথাতেই সেটা আমি টের পেয়েছি। কিন্তু চোর সে নয়।"

"ঈশ্বরের দোহাই, চোর তাহলে কে?"

"একটা খুব অপ্রীতিকর বিস্ময়ের জন্য কি আপনি প্রস্তুত আছেন স্যার?" আমি বললাম। "আর আপনি যদি খুব রেগে যান, সে ক্ষেত্রে যদি আগে থেকেই একটা কথা বলি তাহলে কি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন যে আমাদের দুজনের মধ্যে আমারই গায়ের জোর বেশী, আর আপনি যদি আমার গায়ে হাত তোলেন তাহলে আমিও হয় তো অনিচ্ছাসত্বেও নেহাৎ আত্মরক্ষার তাগিদেই আপনাকে আঘাত করে বসতে পারি?"

সে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল; চেয়ারটাকে আমার কাছ থেকে দু-তিন ফুট দূরে সরিয়ে নিল।

আমি বলতে লাগলাম, "আপনি জানতে চেয়েছেন, স্যার, কে আ

[redacted]

"আপনার স্ত্রী নিয়েছে", খুব শান্ত গলায়, অথচ বেশ জোর দিয়ে এবার আমি বললাম।

সে এমনভাবে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠল যেন আমি তার বুকে একটা ছুরি বসিয়ে দিয়েছি; এত জোরে সে টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারল যে কাঠটাই ফেটে গেল।

আমি বললাম, "ধীরে স্যার, ধীরে। রাগে ফুঁসলে তো সত্যকে জানতে পারবেন না।"

টেবিলের উপর আর একটা মুষ্ট্যাঘাত করে সে বলল, "এটা মিথ্যে কথা! একটা নীচ, জঘন্য, অতি হীন মিথ্যে! এত সাহস আপনার—"

সে থেমে গেল, আবার চেয়ারে বসে পড়ল, বিমূঢ় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগল, আর শেষ পর্যন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আমি বললাম, "যখন আপনার বোধশক্তি ফিরে আসবে স্যার, আমি নিশ্চিত জানি, তখন আপনি একজন ভদ্রলোক হয়ে উঠবেন এবং এইমাত্র যে সব ভাষা আপনি ব্যবহার করলেন তার জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন। তার আগে যদি পারেন তো দয়া করে আমার একটা কথা মন দিয়ে শুনুন। মিঃ শার্পিন আমাদের ইন্সপেক্টারের কাছে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে যেটা অত্যন্ত রীতিবিরুদ্ধ এবং হাস্যকর; তাতে সে যে কেবল তার নিজের বোকার মত কাজকর্ম ও কথাবার্তার উল্লেখ করেছে তাই নয়, মিসেস ইয়েটম্যানের কাজকর্ম ও কথাবার্তার উল্লেখও করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ রকম একটা নথি বাতিল কাগজের ঝুড়িতে স্থান পাবার যোগ্যই হত; কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনাচক্রে মিঃ শার্পিনের অর্থহীন কথার ঝুড়ি থেকে এমন একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এসেছে যে সম্পর্কে এই বোকা লেখকটির মাথায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এতটুকু সন্দেহের ছায়ামাত্র পড়ে নি। ওই সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে আমি এতই নিশ্চিত যে মিসেস ইয়েটম্যান যে এই যুবকটির মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতা থেকে নিজের ফায়দা লুটতে চেয়েছেন এবং নিজেকে তদন্তের ক্ষেত্রে আড়াল করার জন্য ইচ্ছা করেই তাকে ভুল লোকদের সন্দেহ করার দিকে ঠেলে দিয়েছেন; সেটা যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে আমি আমার চাকরিটাই খোয়াব। কথাটা আপনাকে বলছি খুবই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে; এবং আরও কিছু বলব। মিসেস ইয়েটম্যান কেন টাকাটা নিয়েছেন, আর সেই টাকা বা তার একটা অংশ দিয়ে তিনি কি করেছেন সে সম্পর্কেও আমার স্থির মতামত আপনাকে জানাব। কি জানেন স্যার, এই মহিলাটির দিকে তাকালে কোন মানুষই তার সাজসজ্জার উন্নত রুচি ও সৌন্দর্যে মোহিত না হয়ে পারে না—"

এই কথাগুলি বলতেই বেচারি যেন আবার তার বাকশক্তি ফিরে পেল। এমন উদ্ধতভাবে সে আমাকে থামিয়ে দিল যেন সে একজন ডিউক, একজন দোকানদার মাত্র নয়।

সে বলে উঠল, "আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনার এই জঘন্য কুৎসার সমর্থন করতে আপনি অন্য পথ খোঁজার চেষ্টা করুন। গত বছরের দরুণ তার দর্জির বিল এই মুহূর্তে আমার হিসাবের ফাইলের মধ্যেই আছে।"

আমি বললাম, "মাফ করবেন স্যার, তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আমি আপনাকে বলছি, দর্জিদের মধ্যে এমন সব অসাধু রীতি প্রচলিত আছে যার কথা প্রতিদিন আমাদের আপিসে জমা পড়ে।

একজন বিবাহিতা মহিলা যদি চান তো দর্জির কাছে দুটো হিসাব রাখতেই পারেন ; একটা হিসাব তার স্বামী দেখেন এবং টাকাটা দিয়ে দেন ; অপর হিসাবটি গোপন রাখা হয়, তাতে লেখা থাকে যত সব অপব্যয়—অতিব্যয়ের হিসাব, আর তার দরুণ প্রাপ্য টাকাটা স্ত্রীরা কিস্তিবন্দীতে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা মত মিটিয়ে দেন। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা বলে, এই সব কিস্তির টাকা বেশীর ক্ষেত্রেই সংসার-খরচের টাকা থেকেই নিঙরে বের করা হয়ে থাকে। আপনার ক্ষেত্রে সম্ভবত একটা কিস্তিও দেওয়া হয় নি ; মামলা করার ভয় দেখানো হয়েছে ; মিসেস ইয়েটম্যান আপনার আর্থিক অসঙ্গতির কথা জানতে পেরে বড়ই কোণটাসা হয়ে পড়লেন ; তাই গোপন হিসাবের টাকাটা আপনার ক্যাস-বাক্স থেকেই নিয়েছেন।"

সে বলল, "একথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনার প্রতিটি কথাই আমার ও আমার স্ত্রীর পক্ষে ঘৃণ্য অপমানস্বরূপ।"

সময় ও কথা বাঁচাবার জন্য তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "আপনার মধ্যে কি যথেষ্ট পৌরুষ আছে স্যার, যার বলে এইমাত্র যে বিলের কথা বললেন সেটাকে ফাইল থেকে বের করে এখনই আমার সঙ্গে সেই দর্জির দোকানে যেতে পারেন যার সঙ্গে মিসেস ইয়াটম্যানের লেন-দেন আছে ?

এ কথায় সে মুখটা লাল করে তখনই বিলটা এনে টুপিটা মাথায় দিল। আমিও হারানো নোটের সংখ্যার তালিকাটি আমার পকেট-বই থেকে বের করে নিলাম, এবং তখনই দুজনই একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

দর্জির দোকানে (প্রত্যাশা মতই ওয়েস্ট-এন্ড-এর একটা ব্যয়বহুল বাড়ি) পেঁছেই আমি প্রতিষ্ঠানের মালকিনের সঙ্গে বিশেষ কাজের জন্য একটা গোপন সাক্ষাৎকার চাইলাম। এই রকমের অন্য অনেক তদন্তের ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার আগেই দেখা হয়েছে। আমার দিকে চোখ পড়া মাত্রই সে তার স্বামীকে ডেকে পাঠাল মিঃ ইয়েটম্যানকে এবং সে কি চায় তাও জানালাম।

তার স্বামী প্রশ্ন করল, "এটা কি কঠোরভাবে ব্যক্তিগত ?" আমি মাথা নাড়ালাম।

স্ত্রী বলল, "এটা গোপনীয় ?" আমি আবার মাথা নাড়লাম।

স্বামী বলল, "সার্জেন্টকে হিসাবের খাতাটা একবার দেখতে দেওয়াতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে গো ?"

"মোটেই না, যদি তুমি এটা সমর্থন কর", স্ত্রী বলল।

মিঃ ইয়াটম্যান সারাক্ষণ বিস্ময় ও বিষাদের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে থাকল। হিসাবের খাতাপত্র আনা হল, যে সব পৃষ্ঠায় মিসেস ইয়েটম্যানের নাম লেখা ছিল তার উপর এক মিনিট চোখ বুলোনোই যথেষ্ট, আমি যা-যা বলেছি তার প্রতিটি শব্দের সত্যতা প্রমাণের পক্ষে সেটাই যথেষ্টরও বেশী।

সেখানে একটা স্বামীর হিসাব লেখা ছিল, আর সেটা মিঃ ইয়াটম্যানই মিটিয়ে দিয়েছে। সেখানে অপর একটি খাতায় ছিল গোপন হিসাব, সেটাও কেটে দেওয়া হয়েছে ; সে হিসাবটা মিটিয়ে দেবার তারিখ ছিল ক্যাস-বাক্স চুরি যাবার ঠিক পরের দিন। এই গোপন হিসাবের টাকার অংকটা ছিল একশ'

পঁচাত্তর পাউণ্ড, কয়েক শিলিং; আর হিসাবটা টানা হয়েছে তিন বছরের বেশী সময় ধরে। সে হিসাবের একটা কিস্তিও দেওয়া ছিল না। শেষ পংক্তির নীচে এই রকম একটা কথা লেখা ছিল: "এই নিয়ে তৃতীয়বার লেখা হল, ২৩শে জুন।" সেটা দেখিয়ে আমি দর্জিকে জিজ্ঞাসা করলাম এটার অর্থ "গত জুন" কিনা। হ্যাঁ, কথাটার অর্থ গত জুনই; মহিলাটি গভীর দুঃখের সঙ্গে আরও জানাল যে এই সঙ্গে একটা মামলা রুজু করার ভয়ও দেখানো হয়েছিল।

"আমি ভেবেছিলাম ভাল ক্রেতাদের আপনি তিন বছরের বেশী সময় দিয়ে থাকেন?" আমি বললাম।

দর্জি মিঃ ইয়াটম্যানের দিকে তাকিয়ে আমার কানে কানে বলল—"কোন মহিলার স্বামী আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়লে সেটা দেওয়া হয় না।"

কথা বলতে বলতেই সে হিসাবটা দেখাতে লাগল। মিঃ ইয়াটম্যানের অবস্থা যখন টালমাটাল সেই সময়কার খরচের ফিরিস্তিগুলো ঠিক ততটাই অমিতব্যয়ী যতটা অমিতব্যয়ী ছিল আগের বছরের ঠিক ওই সময়কার ফিরিস্তিগুলো। মহিলাটি যদি অন্য সব ব্যাপারে ব্যয়-সংকোচ করেও থাকে, পোশাকপত্রের ব্যাপারে সেটা মোটেই করে নি।

ক্যাস-বইটা পরীক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে নোটে, আর টাকার অংক ও সংখ্যা আমার তালিকার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।

তারপরে মিঃ ইয়াটম্যানকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়াটাই আমার কাছে শ্রেয় মনে হল। তার অবস্থা তখন এতই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে একটা গাড়ি ডেকে আমি তাকে বাড়ি নিয়ে গেলাম। প্রথমে সে ছোট ছেলের মত কাঁদতে কাঁদতে প্রলাপ বকতে শুরু করল: অচিরেই আমি তাকে শান্ত করলাম—আর তার স্বপক্ষে এটুকু আমি অবশ্যই বলব যে গাড়িটা বাড়ির দরজায় পৌঁছলে সে তার ভাষার জন্য আমার কাছে বেশ ভালরকম ক্ষমাই চেয়ে নিয়েছিল। তার বিনিময়ে ভবিষ্যতে সে কিভাবে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নেবে সে সম্পর্কে আমিও তাকে কিছু পরামর্শ দিতে চেষ্টা করলাম। আমার কথায় কান না দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে কি যেন বিড়বিড় করে বলতে বলতে সে উপরে উঠে গেল। মিসেস ইয়াটম্যান সুকৌশলে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহজনক। আমার নিজের ধারণা মহিলাটি এমন হৈ-চৈ, কান্নাকাটি শুরু করে দেবে যে ভদ্রলোকটি ভয়েই তাকে ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু সেটা আমাদের কোন ব্যাপারই নয়। আমাদের কথা হচ্ছে, এ কেসটার এখানেই ইতি; এই প্রতিবেদনটিই সিদ্ধান্তের পথটি দেখিয়ে দিতে পারবে।

আপনার আদেশের অপেক্ষায়

টমাস বুলমার

পুনশ্চ—আরও জানাই, রাদারফোর্ড স্ট্রীট থেকে চলে আসার সময় মিঃ ম্যাথু শার্পিনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে এসেছিল তার মালপত্র বাধাছাদা করতে।

বেশ মৌজ করে দুই হাত ঘসতে ঘসতে সে বলল, "একবার ভাবুন তো! আমি এসেছিলাম

এক শান্ত ভিলা-ভবনে ; আর যেই আমার কাজের কথাটি বললাম অমনি এরা আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল। এই আক্রমণের দুজন সাক্ষী আছে ; এর দাম এক ফার্দিং হলেও আমার কাছে এর দাম একশ' পাউন্ড।"

আমি বললাম, "আপনার ভাগ্য সুখের হোক।"

সে বলল, "ধন্যবাদ। চোর ধরা পড়লে ঐ একই শুভকামনা করে আমি আপনার জন্য করতে পারব ?"

"যখন আপনার ইচ্ছা," আমি বললাম, "কারণ চোর ধরা পড়েছে।"

সে বলল, "আমিও ঠিক এটাই আশা করেছিলাম। কাজ যা করার তা তো আমিই করে রেখেছি ; আপনি এখন উড়ে এসে জুড়ে বসুন আর সবটা কৃতিত্বই দাবী করুন—নিশ্চয় মিঃ জে ?"

"না," আমি বললাম।

"তাহলে কে ?" সে বলল।

"মিসেস ইয়াটম্যানকে জিজ্ঞাসা করুন," আমি বললাম। "তিনি আপনাকে বলার জন্যই অপেক্ষা করছেন।"

"ঠিক আছে। আপনার পরিবর্তে সেই মোহিনী রমণীর মুখ থেকেই আমিও শুনতে চাই," এই কথা বলে সে তীব্র গতিতে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

এ সম্পর্কে আপনার কি মত ইন্সপেক্টর থিকস্টোন ? এখনও কি আপনি মিঃ শার্পিনের পোঁ ধরবেন ? আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি কিন্তু তা করব না !

প্রধান পরিদর্শক থিকস্টোন লিখছে মিঃ ম্যাথু শার্পিনকে।

১২ই জুলাই।

মহাশয়,

সার্জেন্ট বুলমার আপনাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে পুনর্বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত আপনাকে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। এবার স্বীয় ক্ষমতাবলে আমি জানাচ্ছি, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী হিসাবে আপনার চাকরি খতম করা হল। দয়া করে এই চিঠিকেই ওই বিভাগ থেকে আপনার কর্মচ্যুতির সরকারী বিজ্ঞপ্তি হিসাবে গ্রহণ করবেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আপনাকে ছাটাইয়ের পিছনে আপনার উপর কোন রকম কটাক্ষপাত করার ইচ্ছা আমাদের নেই। এর একমাত্র অর্থ, আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করার মত যথেষ্ট ধীশক্তির অধিকারী আপনি নন। আমাদের যদি নতুন কোন নিয়োগ করতেই হয় তো মিসেস ইয়াটম্যানকেই আমরা শতগুণ শ্রেয় বলে বেছে নেব।

আপনার বিশ্বস্ত সেবক
ফ্রান্সিস থিকস্টোন।

উপরোক্ত পত্রালাপ প্রসঙ্গে মিঃ থিকস্টোনের মন্তব্য।

শেষ চিঠিটার সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা যোগ করার এক্তিয়ার পরিদর্শকের নেই। জানা গেছে, রাদারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়ির বাইরে সার্জেন্ট বুলমারের সঙ্গে দেখা হবার পাঁচ মিনিট পরেই মিঃ ম্যাথু শার্পিন সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—তখন তার চাল-চলনে ফুটে উঠেছিল ত্রাস ও বিস্ময়ের সুস্পষ্ট প্রকাশ, তার বাঁ গালে দেখা গিয়েছিল একটা উজ্জ্বল লালের ছোপ, সেটা কোন নারীহস্তের চপেটাঘাতের ফলও হতে পারে। রাদারফোর্ড স্ট্রীটের দোকানীও শুনতে পেয়েছে, মিসেস ইয়াটম্যান সম্পর্কে সে অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করছে ; ছুটে রাস্তার মোড়টা ঘুরবার সময় সে নাকি প্রতিহিংসাপরায়ণ ভঙ্গীতে ঘুষিও দেখিয়েছিল। তার সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যায় নি ; অনুমান করা যেতে পারে, প্রাদেশিক পুলিশকে তার মূল্যবান সেবার প্রস্তাব দেবার বাসনা নিয়েই সে লন্ডন ত্যাগ করেছে।

মিঃ ও মিসেস ইয়াটম্যানের মনোরঞ্জক বিষয়টি সম্পর্কেও সামান্যই জানা গেছে। অবশ্য এটা সুস্পষ্টভাবেই জানা গেছে যে মিঃ ইয়াটম্যান সেদিন দর্জির দোকান থেকে ফিরে আসার পরেই পরিবারের চিকিৎসককে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তার কিছুক্ষণ পরেই স্থানীয় ওষুধ-বিক্রেতা মিসেস ইয়াটম্যানের শরীরটা সুস্থ রাখার মত ঘুমের ওষুধের একটা প্রেসক্রিপশনও পেয়েছিল। তার পরের দিন মিঃ ইয়াটম্যান দোকান থেকে কিছু স্মেলিং-সল্ট কিনেছিল এবং তারপরেই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারে হাজির হয়েছিল এমন একখানি উপন্যাসের খোঁজে যাতে কোন পঙ্গু মহিলাকে খোস মেজাজে রাখার মত উঁচু সমাজের বর্ণনা পাওয়া যাবে। এই সব ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর হুমকিটাকে কার্যে পরিণত করাটা ভদ্রলোকের কাছে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় নি—অন্ততপক্ষে মহিলাটির সংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রের বর্তমান (অনুমান সাপেক্ষ) অবস্থায় তো নয়ই।